কেবল অপরিকল্পিত নয় অস্থির এবং উচ্ছৃঙ্খলও বটে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

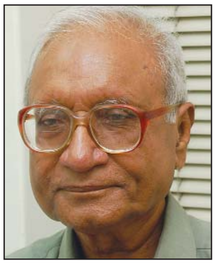

ঢাকা শহরের যে 'উন্নতি', সেটা তো প্রায় অবিশ্বাস্য, অনেকটা ভুতুড়ে। এই উন্নয়ন অপরিকল্পিত তো অবশ্যই। কিন্তু আরো বড় সত্য যে, সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে অস্থিরতার ভেতর এবং রীতিমতো উচ্ছৃঙ্খলভাবে। একে অস্বাভাবিক বলা যাবে, আবার স্বাভাবিকও যে বলা অসম্মত হবে তাও নয়। কেননা, এ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রে যা ঘটেছে এবং ঘটছে তারই প্রতিচ্ছবি। সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনিতেই মনে হবে শান্ত, কিন্তু সেটা ওই আপাততই মাত্র। ভেতরে তারা উভয়েই অত্যন্ত অস্থির এবং বেশ উচ্ছৃঙ্খল। কারণটা হচ্ছে, সুবিধাপ্রাপ্তদের দৌরাত্ম্য।

সুবিধাটা প্রথমে আসে ১৯৪৭ সালে, ঢাকা যখন রাজধানী হলো পূর্বপাকিস্তানের। ঢাকা তখন বাড়তে থাকল অপরিকল্পিতভাবে। সে-সময়ে অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল; কিন্তু ততটা নয়, যতটা দেখা গেছে ১৯৭১-এর পরে। ঢাকা যখন প্রদেশে নয়, রাজধানীতে পরিণত হলো একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। উন্নয়নের কাজটা এবারও সুবিধাভোগীরাই করল, কিন্তু এবার তাদের অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো সীমা-পরিসীমাই রইল না।

এই শহর যদি পরিকল্পিতভাবে উন্নত হতো, তাহলে কতগুলো ঘটনা আমরা দেখতে পেতাম। প্রথমটি হলো, বুড়িগঙ্গা নদী রক্ষা পেত। ঢাকা যে একটি শহর হয়েছে তার কারণ হলো ওই নদী। ঢাকা বুড়িগঙ্গার পাড়ে অবস্থিত– এটা পাঠ্যবইয়ের কথা নয়, বাস্তবিক সত্য। বড় বড় শহরের পাশে নদী থাকে। নদীর ধারেই শহর গড়ে ওঠে। ঢাকার বেলায়ও তাই ঘটেছিল। কিন্তু হায়! ঢাকা যতই বাড়ল, বুড়িগঙ্গা ততই মারা পড়ল। শহর ছুটল উত্তর দিকে, ফিরেও তাকাল না দক্ষিণে। অথচ উচিত ছিল উত্তর ও দক্ষিণে ভারসাম্য রাখা। এ শহর যদি পরিকল্পিত হতো, তবে পাকিস্তান আমলেই বুড়িগঙ্গার ওপর অন্তত পক্ষে পাঁচটা ব্রিজ উঠত এবং শহর দক্ষিণ দিকেও যেত। সর্বোপরি, বুড়িগঙ্গা শহরের নর্দমায় পরিণত হতো না, এখন যেমনটা হয়েছে।

সেই সঙ্গে বলা চলে যে পরিকল্পিত হলে শহরের ভেতরের খাল, বিল, জলাভূমি রক্ষা পেত। ধোলাইখাল ভরাট হতো না, খাল দিয়ে বরং নৌকা চলত। ধানমন্ডির লেক নির্বিঘ্নে চলে যেত বুড়িগঙ্গা পর্যন্ত, থেমে যেত না মাঝপথে। যে শহর তার নদী ও জলাভূমি রক্ষা করতে পারে না, সে শহর অভিশপ্ত। ঢাকাকে অভিশপ্ত না বলে উপায় নেই। অভিশপ্ত না হলে কেবল নদী ও জলাভূমি নয়, এর খোলা জায়গা, উদ্যান, পার্ক যেগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস না হয়ে আরো সুন্দর হয়ে উঠত।

পরিকল্পিত না হবার দ্বিতীয় বড় লক্ষণ হলো সড়কের অভাব। শহর আছে, সড়ক নেই– ঢাকার অবস্থা হচ্ছে এই রকমের। শহর প্রতিশ্রুতি দেয় মুক্তির। আমাদের এই রাজধানী ব্যবস্থা করেছে বন্ধনের। এখনো ঘর থেকে বের হতে হলে মানুষের মুখ শুকায়, তা সে যতই ধনী হোক কিংবা হোক গরিব। কোথাও রওনা হলে কখনো গন্তব্যে পৌঁছাবে তার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। ঢাকাকে এক সময় বলা হতো 'বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি'র শহর। বাজার বেড়েছে শত শত গুণ, বেড়েছে গলিও। এমনকি বড় বড় সড়কগুলোকেও গলিই মনে হয় যানজটের কারণে। অতি আধুনিক আবাসিক এলাকাকে মনে হয় ধনীদের বস্তি, তার বেশি কিছু নয়।

ধানমন্ডি অবাসিক এলাকায় বাস করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। এই এলাকা পরিকল্পিতভাবেই গড়ে উঠেছিল। রাস্তাগুলো ছিল প্রশস্ত, বাড়িগুলো ছিল একতলা-দোতলা। সমস্ত এলাকাটা ছিল গাছপালায় ভরপুর। কিন্তু চারপাশের অস্থিরতা ও বিচ্ছৃঙ্খলতা এর ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লেক ছিল, এখনো আছে কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে। গাছপালা উধাও হয়ে গেছে। সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে উঠেছে যানজট। এখানে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাওয়া বড় সড়ক পার হওয়ার মতোই ধৈর্য ও সতর্কতা সাপেক্ষ।

রাজধানীর যেকোনো বাসিন্দাই বলবেন, এর বায়ু এখন ভীষণভাবে দূষিত। সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা কোনো কর্তৃপক্ষই অনুভব করেনি, এখনো যে করছে তা নয়। বাতাস বিষাক্ত হবার একটা কারণ যানবাহনের গ্যাস নিঃসরণ, আরেকটা কারণ গাছপালার অভাব।

কিন্তু এই যে পরিকল্পনাহীনতা, অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা- এসবের পেছনের উসকানিদাতাটি কে? কে দায়ী? কাকে বলব শত্রু? এক কথায় বলতে গেলে শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ মানুষকে আত্মস্বার্থসর্বস্ব করবে। সে-ই দায়ী গ্রাম থেকে মানুষকে শহরে টেনে এনে বস্তিতে আটক করার জন্য। তার কুঠারই বৃক্ষনিধনে ব্যস্ত। পুঁজিবাদ মানুষকে অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে। যার প্রমাণ ও নিদর্শন আমরা নিরন্তর পাচ্ছি ঢাকা শহরের উন্নত দুর্দশার ভেতরে। শহর নিয়ে ক্ষোভ, বিরক্তি, যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব ইত্যাদির মধ্যে পুঁজিবাদকে চিনতে যেন ভুল না করি।

ঢাকা যে একটি শহর হয়েছে তার কারণ হলো ওই নদী। ঢাকা বুড়িগঙ্গার পাড়ে অবস্থিত– এটা পাঠ্যবইয়ের কথা নয়, বাস্তবিক সত্য। বড় বড় শহরের পাশে নদী থাকে। নদীর ধারেই শহর গড়ে ওঠে। ঢাকার বেলায়ও তাই ঘটেছিল। কিন্তু হায়! ঢাকা যতই বাড়ল, বুড়িগঙ্গা ততই মারা পড়ল